

ক্রমিক নং	সুপারিশ/সিদ্ধান্ত সমূহ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	বাংলাদেশ রেলওয়ের ইনোভেশন টিমের কমপরিবর্তন।	
	(i) অসুস্থ, বয়োবৃদ্ধ, পশু, শারীরিক প্রতিবন্ধী কিংবা রোগীদের জন্য রেলওয়ে স্টেশনে বিশেষ ধরনের সীট বা চেয়ার এর ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে। কিন্তু প্ল্যাটফর্ম থেকে ট্রেনের প্ল্যাটফর্ম উপরে থাকায় হইল চেয়ার থেকে ট্রেনে অসুস্থ, বয়োবৃদ্ধ, পশু, শারীরিক প্রতিবন্ধী কিংবা রোগীদের উঠানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় বিশেষ ধরনের উদ্ভূত করা যায় এমন চেয়ার ব্যবহার করতে হবে।	ইতোমধ্যে ঢাকা স্টেশনে এ ধরনের চেয়ার ব্যবহৃত হচ্ছে।
	(ii) ট্রেনের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কোচসমূহে মোবাইলফোন চার্জিং এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।	
	(iii) অন লাইন টিকেটিং কিংবা মোবাইলফোন টিকেটিং সিস্টেমে যাত্রীসাধারণ টিকিট ক্রয় করার পর সাভার হতে ক্রয়কারীর ই-মেইল ঠিকানায় টিকিট ক্রয় কনফার্মেশন মেইল কিংবা মোবাইলফোনে স্মুদে বাতা প্রেরণ করে। টিকেট ক্রয়কারীর প্রাপ্ত মেইল কিংবা মোবাইলফোনে প্রাপ্ত স্মুদে বাতাটি রেলওয়ে স্টেশন এর নির্দিষ্ট টিকেট কাউন্টারে প্রদর্শনপূর্বক কাউন্টার হতে প্রিন্টেড টিকিট নিতে হয়। এতে যাত্রীসাধারণকে স্টেশনে অযথা সময় নষ্ট হয়। তাই যাত্রীসাধারণ যাতে তাদের মোবাইলফোনে প্রাপ্ত স্মুদে বাতা কিংবা ই-মেইলে প্রাপ্ত মেসেজটি প্রদর্শন পূর্বক ট্রেনে ভ্রমণ করতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে।	
	(iv) ড্রেডিশনাল কোচসমূহে উপর থেকে জানালা নিচে টেনে এনে লাগাতে হয়। অনেক সময় দেখা যায় জানালা খোলা অবস্থায় ট্রেনের ঝাকুনিতে জানালা উপর থেকে পড়ে যায়। এতে বহু যাত্রী আহত হয়েছেন। ট্রেনের কোচসমূহের জানালা বন্ধ করতে নীচের দিক হতে উপরে উঠানোর ব্যবস্থা থাকলে এধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব। অতএব নিচ থেকে উপরে উঠিয়ে লাগানো যায় এধরনের সাটোর ব্যবহার করতে হবে।	
	(v) বর্তমানে ট্রেন ট্রাকিং মনিটরিং ব্যবস্থার মাধ্যমে যে কোন যাত্রী ম্যাসেজ দিয়ে ট্রেনের অবস্থান জানতে পারেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ট্রেন ৩-৪ ঘণ্টা বিলম্বে ঢাকায় এসে পৌঁছে। পুনরায় এই ট্রেনটি ঢাকা থেকে ফিরতি যাত্রা করার কথা। যাত্রীগণ যখন জানতে পারে ট্রেনটি ৩-৪ ঘণ্টা পরে ঢাকায় পৌঁছবে তখন যাত্রীগণ সে ধরনের প্রস্তুতি নিয়েই ঢাকা স্টেশনে আসে। কিন্তু ইদানিং লক্ষ্য করা গেছে যে, বাংলাদেশ রেলওয়ে ৩-৪ ঘণ্টা বিলম্বে আসা ট্রেনগুলোর ক্ষেত্রে ফিরতি ট্রেনের জন্য অন্য একটি র্যাক দিয়ে যথাসময়ে ট্রেন ছেড়ে দেয়। এমতাবস্থায় ট্রেন ট্রাকিং এর মাধ্যমে যে যাত্রীগণ জানতে পারেন যে ৩-৪ ঘণ্টা পরে ট্রেন এসে ফিরতি ট্রেন হয়ে ফিরবে তারা এসে দেখতে পায় অন্য একটি র্যাক দিয়ে ট্রেনটি যথা সময়ে ছেড়ে দিয়েছে। ফলে ট্রেনটি ফেল করে। এই অবস্থা এড়ানোর জন্য অন্ততপক্ষে দীর্ঘ বিলম্বে আসা ট্রেনগুলোর ক্ষেত্রে টেলিভিশনে স্ক্রলিং এর মাধ্যমে যাত্রীসাধারণকে অবহিত করতে হবে।	